ভোরের কাগজ

মন্তব্য প্রতিবেদন

উপাচার্য শিশু, অন্ধ না উন্মাদ?

মুনতাসীর মামুন

ছাত্র-শিক্ষক হিসেবে আমি আজ পঁয়ত্রিশ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত। বা বলা যেতে পারে, আমার পুরো জীবন আবর্তিত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থেকে গর্ববোধ করেছি, এবং গর্ববোধ করতেও চাই। কিন্তু, অতীব দুঃখের সঙ্গে আজ বলতে হচ্ছে, আমাদের গুটিকয় সহকর্মীর জন্য আমাদের এই গর্ববোধ ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে। এরা পুরো সমাজে শিক্ষকদের বিব্রত করে তুলছেন। নিজেদের সাদা দলকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মাঝে অপ্রিয় করে তুলছেন। শুধু তাই নয়, একটি সরকারকে তারা এমন অবস্থায় ফেলছেন যে দ্রুত এর প্রতিকার না হলে সরকার পতনের বিষয়টিও এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যেতে পারে।

গত তিন দশকে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে আদর্শবাদিতা যেমন দেখেছি, তেমনি দেখেছি আদর্শহীনতাও। ক্যাডার রাজনীতির উত্থান যেমন দেখেছি, তেমনি সময়ে সময়ে লেজ তুলে তাদের পলায়নও দেখেছি। গত দু'দশকে উপাচার্য নিয়োগ করা হয় শুধু সিনেটের ভোটেই নয়, সরকারি দলের প্রতি আনুগত্যও বিবেচিত হয়। যে কারণে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী দু'বার সর্বোচ্চ ভোট পেয়েও উপাচার্য হতে ● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

উপাচার্য শিশু, অন্ধ না উন্মাদ?

● প্রথম পাতার পর

পারেননি। এভাবে উপাচার্য পদটি সরকারি এজেন্টের পদে পরিণত হয়েছে। তবে এসব এজেন্টের অনেকে সহনীয় ছিলেন, অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে সচেষ্ট থেকেছেন। যদিও মেরুদণ্ডহীনতা ছিল একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। সরকারি ছাত্র সংগঠনের ক্যাডাররা ছিল প্রশাসনের শক্তি। এখনো তাই। কিন্তু অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী ও অধ্যাপক নজরুল ইসলাম এ সবকেও ম্লান করে দিয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সাদামাটা শিক্ষক হিসেবেই এরা পরিচিত। তবে, তীব্রভাবে দল ও সরকারের সঙ্গে সংযোগ রেখে এরা বিভিন্ন সময় পদ পেয়েছেন। উল্লেখ্য, গত বিএনপি আমলে জগন্নাথ হল যখন পুলিশের নির্মম অত্যাচারের সম্মুখীন হয় তখন প্রক্টর ছিলেন এই নজরুল। পত্রপত্রিকায় দেখেছি, তার নিয়মিত কাজ ছাত্রছাত্রীরা কোথাও বসে গল্পগুজব করছে কিনা তা দেখা। অধ্যাপক চৌধুরী গত বিএনপি-আওয়ামী আমলেও মঞ্জুরি কমিশনে ছিলেন। গত বছর নির্বাচিত ভিসি অধ্যাপক আজাদ চৌধুরীকে সরকার উৎখাত করলে রাত সাড়ে আটটায় ভিসি অফিসে প্রবেশ করে তিনি খবরের কাগজে খবর হয়ে ওঠেন। কারণ এর আগে কোনো ভিসি এভাবে জয়েনিং লেটার দেননি।

গত এক সপ্তাহে বিশ্ববিদ্যালয়ে কী হচ্ছে তা সবার জানা। কিন্তু দুঃখজনক হলো, উপাচার্য এসব কী বলছেন! বলতে চাইনি, কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর কখনো এমন অসত্যভাষী ভিসি দেখেনি। এর সঙ্গে মিল আছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরীর। বাংলাদেশে নরমেধযজ্ঞ হওয়ার পরও আলতাফ চৌধুরী বলেছিলেন, তিনি কিছুই জানেন না। ছাত্রী হলের ঘটনার পরও উপাচার্য একই কথা বলেছেন। অদ্ভুত মিল এই দুই চৌধুরীর! বোঝা যায় কেন বেগম জিয়া এই দুই জনকে এই দুই পদে নিযুক্ত করেছেন। আগেকার জমিদার চৌধুরীদের মতো এই দুই চৌধুরীর বাহিনী বিশ্ববিদ্যালয় ঘিরে রেখেছে, যেন এটি তাদের জমিদারি। এই মনোভঙ্গির বিরুদ্ধেই আমাদের প্রতিবাদ।

গত কয়েকদিন উপাচার্য কী বলেছেন দেখুন :

১. 'আমি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানতে পারি কোনো কোনো হলে অত্যাধুনিক অস্ত্র আনা হয়েছে। এসব অস্ত্র দিয়ে রক্তপাত হতে পারতো।' (ভোরের কাগজ, ২৯-৭-২০০২)।

২. মিছিলের ছাত্রসংখ্যা সম্পর্কে বলেছেন, 'এতো ছাত্রছাত্রী হবে না। দু'এক হাজার হবে। বাকিরা অছাত্র, বহিরাগত। কিছু আছে একটি বিশেষ ছাত্র সংগঠনের। বিভিন্ন স্কুল থেকে ছাত্র আনা হয়েছে। ওখানে গার্মেন্টস কর্মীও ছিল। কিছু সাধারণ ছাত্র অবশ্য ছিল যারা ঘটনাটি সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত না।' (ঐ)

এর আগেও তিনি এ ধরনের কথা বলেছেন। সেসব মন্তব্যও অসত্য প্রমাণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন অস্ত্র আনা হয়েছে। যেখানে তাদের ইউনিফর্মধারী ও ইউনিফর্মহীন ক্যাডার বিশ্ববিদ্যালয় ঘিরে রেখেছে সেখানে অস্ত্র আনতে পারে তারাই। এর অর্থ কি এই সব ক্যাডাররা কোনো ম্যাসাকারের পরিকল্পনা নিয়েছে? না হলে কি এসব বাহিনী ঘুষ খেয়ে অস্ত্র ঢোকাচ্ছে।

২৭, ২৮ তারিখে ক্যাম্পাসে ছিলাম, ছিল শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরাও। আমরা বহিরাগত হলাম কিভাবে? গার্মেন্টস শ্রমিক কাউকে তো দেখিনি। অধ্যাপক চৌধুরী কি শিশু, না অন্ধ না উন্মাদ! না হলে ১৫ হাজার ছেলেমেয়ের মিছিলকে তিনি বলেন দু'এক হাজারের মিছিল? সন্ত্রাসী সংগঠন কোনটি সেটির উত্তর না দিয়ে তিনি প্রথম আলোর সাংবাদিককে বলেন, 'জেরা করছেন কেন?' গত পঁয়ত্রিশ বছর অনেক উপাচার্য দেখেছি, কিন্তু আর কোনো উপাচার্যকে এতো অসত্য ভাষণ করতে দেখিনি।

বিশ্ববিদ্যালয় তদন্ত কমিটি, এখন তিনি বলছেন, অকার্যকর হয়েছে। সরকারি তদন্তেও কারো বিশ্বাস আছে বলে মনে হয় না। এসব রিপোর্ট কখনো প্রকাশিত হয় না। তবুও বলবো, প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগীদের বিচারপতির কমিশনে গিয়ে সাক্ষ্য দিতে।

পঞ্চ প্রক্টর, উপাচার্য, শিক্ষামন্ত্রীত্রয়, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদ্বয় বা সরকার বোধ হয় ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক সমাজের ক্রোধটি উপলব্ধি করছেন না। পত্রপত্রিকায় দেখেছি, এর আগে সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন শিক্ষককে বরখাস্ত ও গ্রেপ্তার করতে চেয়েছিল। কয়েকজন সিনিয়র মন্ত্রীর বাধায় তা হয়নি। হয়তো ঐ গ্রুপটিই শামসুন্নাহার হলে এই কাণ্ডটি ঘটিয়েছে। তাদের হয়তো ধারণা আওয়ামী লীগ, শ্রমিক, আদমজী সব ঠাণ্ডা করে দেওয়া গেছে, ঢা.বি. আর এমন কী'। তারা মারাত্মক ভুল করেছেন। গত ত্রিশ বছরে যা ঘটেনি এবার তাই ঘটেছে। গত ত্রিশ বছরে কোনো উপাচার্য বা প্রক্টরদের বিরুদ্ধে এতো জঘন্য সব পোস্টার সাঁটা হয়নি বা স্লোগান দেওয়া হয়নি। এরপর এরা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিভাবে আসবেন? ছাত্রছাত্রীরা হয়তো তাদের ক্লাস করবে না। এখনই তারা ক্যাম্পাসে প্রায় অবাঞ্ছিত। সামান্য মর্যাদাবোধ থাকলে তারা পদত্যাগ করতেন। সরকারের যেমন বোঝা উচিত ঢা.বি. আর আদমজী এক নয় তেমনি ছাত্র-শিক্ষকরাও বুঝতে পেরেছেন, খালি হাতে ফিরে এলে সরকারের স্টিমরোলারে তারা পিষ্ট হবেন।

পুরোনো জমিদারদের মতো দুই চৌধুরী হয়তো ভাবছেন ছাত্র ক্যাডারদের বাসভবনে বিরানী খাইয়ে, কোহিনূর মিয়া ও আবদুর রহিমদের নির্যাতনকারী বাহিনী দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় গুঁড়িয়ে দেওয়া যাবে। সেদিন অনেকে বলছিলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বা আইজি তো আর কখনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পা দেননি তাই তারা বিশ্ববিদ্যালয়কে ক্যাডেট কলেজ মনে করছেন। কয়দিন এই নির্যাতনকারী বাহিনী দিয়ে ক্যাম্পাস ঘিরে রাখা যাবে? ১, ২, ৩ মাস? (অবশ্য, এসব বাহিনী মাস তিনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘোরাঘুরি করলে হয়তো সভ্যতার আলোর সঙ্গে খানিকটা পরিচিত হবে)। তারপর? যেদিন খোলা হবে সেদিন থেকেই বিক্ষোভ হবে। আর ছাত্র ক্যাডাররা কদিন বিরানী খাবে? উপাচার্যের বাসায় এরকম বিরানী এক সময় এনএসএফ বা জাতীয় পার্টির ক্যাডাররাও খেয়েছে। আজ কেউ পরিচয় দিতে চায় না যে সে এক সময় এনএসএফ করতো। বাড়াবাড়ি করলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদলের অবস্থা এমন হবে যে তাদের আর এখানে ফিরতে হবে না। আগে মানুষ ছিনতাইকারীদের ভয় করতো। এখন পিটিয়ে মেরে ফেলছে।

সমাজে ছাত্রীদের নির্যাতন গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। পুলিশ, বিডিআর, আরো বাড়াবাড়ি করলে বিপদে পড়বেন। ২৮ তারিখে ক্যাম্পাসে এক পুলিশ অফিসারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনার বউ, বোন বা মেয়েকে রাত তিনটায় পুলিশ খাবলালে কেমন লাগবে? তিনি নিরুত্তর ও ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন। এই সম্ভাবনা তার মাথায় জাগেনি। মনে রাখবেন, বাংলাদেশে সব সম্ভব। পুলিশ-বিডিআরের আত্মীয়স্বজন আমাদের মধ্যেই বসবাস করে। তারা অন্যের পুত্র-কন্যার ওপর জুলুম করবেন আর অন্যরা আঙুল চুষবে– তা বোধ হয় হবে না।

উপাচার্য বলছেন পদত্যাগ করবেন না। প্রক্টররাও করেননি। দরকার নেই, সরকারই তাদের বরখাস্ত করতে বাধ্য হবে। সমাজের বিভিন্ন পর্যায় ইতিমধ্যে ছাত্রছাত্রীদের এ আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছে। নজরুল বা তার সহকারীরা পদত্যাগ না করলে ক্যাম্পাসে স্বচ্ছন্দে অবস্থান করতে পারবেন কিনা সন্দেহ। বিশ্ববিদ্যালয় তখনই শান্ত হবে যখন অসত্যভাষী উপাচার্য, তার বিবেকহীন শাগরেদ প্রক্টর বাহিনী ও তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় পুষ্ট ক্যাডার বাহিনী সরে যাবে। শুধু তাই নয়, গ্রেপ্তারকৃতদের নিঃশর্ত মুক্তি, হামলাকারী পুলিশের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, গ্রেপ্তারকৃতদের ও লাঞ্ছিতদের ক্ষতিপূরণ না দিলে বোধ হয় বিশ্ববিদ্যালয় শান্ত হবে না। এবং এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়বে সমাজ। কারণ, সমাজের টাকায় বিশ্ববিদ্যালয় চলে। সেই বিশ্ববিদ্যালয়কে অপমান করা হবে আর সমাজ তা সহ্য করবে তা বোধ হয় সম্ভব হবে না।